চ বি জা আর্কাইভস
-৪০০-

বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশ

সাহিত্যবিশারদ কো...
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......

সাহিত্যবিশারদ
চট্টগ্রাম

বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশ

[এক]

পাকিস্তানের নররাক্ষস সিপাইগোষ্ঠীর নায়ক ইয়াহিয়া হুঙ্কার ছেড়েছেন। লণ্ডনের 'ফিনানসিয়াল টাইমস্' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে এই মাতাল জেনারেল দম্ভ করে বলেছেন, "বিশ্ববাসী জেনে রাখুক, আমি যুদ্ধ করবো। ভারত যদি বাঙলাদেশের কোন অংশ দখল করে, তাহলে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আর এই যুদ্ধে পাকিস্তান একা থাকবেনা।"

বাংলাভাষায় একটা প্রবাদ আছে, খুঁটার জোরে ভেড়া কোঁদে। ইয়াহিয়া ভাবছেন, বিশ্ব রাজনীতির শিবির-দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি একসঙ্গে পিকিং আর ওয়াশিংটনকে ব্ল্যাকমেইল করার চান্স পেয়েছেন। সুতরাং তাকে আর পায় কে? পিকিংয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটনের গোপন মিতালীর দৌত্যগিরিটুকু তিনিই করেছেন। ফলে ওয়াশিংটন তাকে অস্ত্র দিচ্ছে। পিকিং তাকে মদত্ দিবে। ভারতকে তার থোড়াই কেয়ার।

ইয়াহিয়া-চক্র দু'নৌকায় পা দিয়েছেন। দু'নৌকায় পা দেয়া সব সময়ই বিপজ্জনক। ইতিমধ্যেই একটি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী দেশের রাজনৈতিক ভাষ্যকার নাকি ইয়াহিয়াকে

আখ্যা দিয়েছেন, 'ট্রোজান হর্স ইন সোস্যালিষ্ট ক্যাম্প।' অর্থ ইয়াহিয়া হলেন সমাজতন্ত্রী শিবিরে ট্রয়ের ঘোড়া। এই আখ্যা নির্গলিতার্থ হচ্ছে, কাঠের ঘোড়ার পেটে লুকিয়ে থেকে বিদে শত্রুরা ট্রয় নগরীতে ঢুকেছিল এবং নগরটি ধ্বংস করেছিল বর্তমান যুগে ইয়াহিয়া হচ্ছে এই কাঠের ঘোড়া। তার পেটে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা ঢুকে মিত্রের বেশ ধরেছে। সুযোগ বুঝে তারা শুধু চীনকে নয়, গোটা সমাজতন্ত্রী বিশ্বকে ধ্বংস করতে চাইবে।

এই যদি হয় এক পক্ষের মনের কথা। অপর পক্ষের মনের কথাও নিশ্চয়ই খুব ভালো নয়। আমেরিকার জনমত বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বরতায় বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। ইয়াহিয়ার একমাত্র দোসর নিক্সন এডমিনিষ্ট্রেশন। নিক্সন সাহেব কম্বোডিয়ায় আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়িয়ে বিপদে পড়েছেন। তাই সামনের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকসনের আগে মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য চীনে দৌড়াতে চান। চীনও বুঝে ফেলেছে নিক্সন এডমিনিষ্ট্রেশনের দুর্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে চৌ এন লাই আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতার পূর্বশর্ত হিসাবে ৮ দফা প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। এই ৮ দফার এক দফাও নিক্সন সাহেবের পক্ষে মেনে নেয়া কী সম্ভব? বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের অনেকেই তা মনে করেননা। যদি আগামী দশমাসে এই পিকিং-ওয়াশিংটন সমঝোতা না হয়,

তাহলে আহাম্মকের বেহেশ্‌ত থেকে ইয়াহিয়ার পতন ঘটবে। যদি সমঝোতা হয়, তাহলেও ইয়াহিয়া-চক্রের তখন আর ভূমিকা কি? দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের দোস্তির মধ্যে তার তখন ব্যবহৃত ছেঁড়া ন্যাকড়ার অবস্থা। যদি পিকিং-ওয়াশিংটন সমঝোতা না হয় তাহলে ইয়াহিয়া-চক্রের বিপদ আরো বেশী। তখন আর ঘোমটার নীচে খেমটা নাচ চলবেনা। পিকিং অথবা ওয়াশিংটন একপক্ষের উপপতিত্ব পাকিস্তানকে মেনে নিতে হবে। যদি এই বাছবিচারে ভুল হয়, তাহলে চীনা সাগর অথবা আটলাণ্টিকে ইয়াহিয়া-চক্রের ভরাডুবি হবে। অবশ্য এই মর্মান্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য আগামী দশমাস ইয়াহিয়া-চক্র ক্ষমতায় থাকবেন, এমন ধারণা অতি আশাবাদীও করেননা। ইয়াহিয়ার হাত রক্তাক্ত। বদন কালিমা লিপ্ত। বিশ্বজনমতের আদালতে এরা খুনী আসামী। এই খুনী আসামীরা বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনা।

এবার আসল কথায় আসি। ইয়াহিয়া বলেছেন, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আমাদের প্রশ্ন, কেন, ভারতের কসুরটা কি? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এই অপচেষ্টা কেন? ইয়াহিয়ার খুনী হানাদার বাহিনী বাঙলা দেশের যে অঞ্চল দখল করে আছে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে বাঙালী মুক্তিবাহিনী। তারা বাঙলাদেশের নির্বাচিত একমাত্র বৈধ গভর্ণমেণ্ট গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সরকারের নির্দেশে

জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। দস্যু ইয়াহিয়া এই সত্যটা বিশ্ববাসীর কাছে চেপে রাখতে চান আর তাদের বোঝাতে চান, বাঙলাদেশের মানুষ ইয়াহিয়াদের বিরুদ্ধে নয়। তারা সকলেই সুবোধ বালকের মত ইয়াহিয়ার সিপাহী-শাসনের গোলামী মেনে নিয়েছে, আর বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে লড়াই চালাচ্ছে ভারত। এই ডাহা মিথ্যাটা বার বার প্রচার করতে যেকোন সুস্থমস্তিষ্ক মানব-সন্তানের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠবে, ইয়াহিয়া কি সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক ? সে কি আদৌ কোন মানব-সন্তান ?

২৫শে মার্চের সেই দানবীয় গণ-হত্যার শুরু থেকেই ইয়াহিয়া-চক্র প্রচার করে আসছে, তারা ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের হটাচ্ছে। অর্থাৎ বাঙলাদেশে কোন সমস্যা নেই। বাঙলাদেশের মানুষ স্বাধীনতাও চাচ্ছেনা। বিবাদটা পাকিস্তানের যেন ভারতের সঙ্গে। কিন্তু এই ডাহা মিথ্যার বেসাতি টিকলোনা। বিশ্বের নানা দেশের সাংবাদিকেরা ইয়াহিয়ার সেনাদের কঠোর পাহারায় বাঙলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় ঘুরে গিয়ে বললেন, সেখানে বাঙলাদেশের নারী, শিশু নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষকে পশুর মত হত্যা করা হয়েছে। সেখানে পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। নির্লজ্জ ইয়াহিয়া তবু লজ্জা পেলেননা। কথায় বলে, এক কান কাটা

যায় গ্রামের বাহির দিয়ে, দু'কান কাটা যায় গ্রামের ভিতর দিয়ে। ইয়াহিয়ার এখন দু'কান কাটা। তার আর লজ্জা কি। তাই বিশ্ববাসী তাকে চরম মিথ্যাবাদী হিসাবে ধরে নিয়েছে জেনেও সে বারবার বলছে, ভারতের সঙ্গে তার বিবাদ। ভারতের সঙ্গে তার যুদ্ধ। নইলে তাকে স্বীকার করতে হয়, আসলে তার যুদ্ধ চলছে বাঙলাদেশের মানুষের সঙ্গে। আর বাঙলাদেশের মানুষের কাছে এই যুদ্ধ মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ।

মাস দুয়েক আগে ইয়াহিয়া এও প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তার নরপশু সেনাবাহিনীর অত্যাচারে বাঙলাদেশ থেকে কোন শরণার্থী ভারতে যায়নি। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক টীম এলেন। এলেন বিদেশ থেকে আরো বহু প্রতিনিধি দল। তারা লাখ লাখ শরণার্থীর দুঃখ দুর্দশা দেখে চোখের পানি ফেললেন। প্রিন্স. সদরুদ্দিনের মত পাকিস্তান ঘেঁষা জাতি-সংঘ প্রতিনিধি পর্যন্ত বললেন, শরণার্থীরা ভারত থেকে দেশে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু তারা দেশে গিয়ে প্রাণে বাঁচবেন কিনা, তার গ্যারাণ্টি দিতে পারিনা। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা ঢাকা সফরে এসেছিলেন। তারা ফিরে গিয়ে বলেছেন, পাকিস্তানকে এক পয়সাও দেয়া উচিৎ নয়।

সারা বিশ্বের এই ধিক্কার, অভিশাপ ও নিন্দাবাক্যের মধ্যে লম্বকর্ণ ইয়াহিয়া তবু বারবার কান নেড়ে বলছেন, তার বিবাদ ভারতের সঙ্গে। এখানেই এই বেহেড জেনারেলকে

একটি প্রশ্ন, তার বেতারে পুরো দু'মাস ধরে প্রচার করা হল, শরণার্থী আগমন সম্পর্কে ভারতের দাবী মিথ্যা ; যদি ভারতের এই দাবী মিথ্যাই হবে, তাহলে সীমান্ত বরাবর কাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তিনি অভ্যর্থনা শিবির তৈরী করেছিলেন, তার কোন্ নিকট—আত্মীয়দের জন্য ? জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদলের তত্ত্বাবধানে কাদের ফেরত নেওয়ার প্রস্তাব তিনি বিগলিত হয়ে লুফে নিলেন। আর সরকারী প্রেস থেকে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র ছাপিয়ে কেন জনসাধারণকে বলা হচ্ছে, মুক্তি-ফৌজকে ধরিয়ে দাও, মুক্তিফৌজকে ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার দেয়া হবে। এর জবাব কি ?

ইয়াহিয়া-চক্র জানে, বাঙলাদেশে তার দস্যুবাহিনী যে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়ছে, ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে নয়, তার ছবি বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশের টেলিভিশন ও সিনেমার পর্দায় এখন প্রদর্শিত হচ্ছে। নরপশু ইয়াহিয়া এবং তার নরঘাতী দস্যুবাহিনীকে ধিক্কার দিয়ে ইউরোপের বিট্‌ল্ গায়ক সম্প্রদায় পর্যন্ত শোক সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তার রেকর্ড অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ধূর্ত কাক যেমন চোখ মুদে মল খায় আর ভাবে কেউ তার কাজ দেখছেনা, তেমনি ইয়াহিয়াও ভাবছেন, তার কুকর্ম বুঝি এখনও চাপা রাখা যাবে। ভারতের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তিনি বাঙলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের জয় ঠেকাতে পারবেন।

়ায় মুর্খ ইয়াহিয়া ও টিক্কার দল। আসলে ইয়াহিয়া-টিক্কাচক্র এখন বেহেড ও বেসামাল। বাঙলাদেশের মুক্তিবাহিনী এখন সংগঠিত ও শক্তিশালী। তারা ক্রমশঃই দখলীকৃত এলাকার আরো ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছে। একাধিক রণাঙ্গণে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটছে। বাঙলাদেশের আরো বহু এলাকা মুক্ত এলাকা হল বলে। মুক্তিবাহিনীর হাতে হানাদারদের এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্যই ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার এই বেসামাল যুদ্ধ হুঙ্কার। কিন্তু ইয়াহিয়া-টিক্কাচক্র হয়ত জানেনা, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের যুদ্ধ সাধ মেটাতে হবেনা। বাঙলাদেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারাই তাদের যুদ্ধ সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেবে। জয় বাঙলা।

[দুই]

সাম্প্রতিক কালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য খবর, প্রেসিডেণ্ট নিক্সন পিকিং যাচ্ছেন। মাকিন প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন, তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং তার এই সফরের উদ্দেশ্য 'ওয়াশিংটন-পিকিং' সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। এই খবর বিশ্ববাসী কৌতুক ও বিসময়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা-বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার সম্প্রতি ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। গত ৯ই জুলাই ইসলামাবাদ থেকে আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, তিনি পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় নাথিয়াগলিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এক্ষণে শোনা যাচ্ছে, পাকস্থলীর পীড়াটিড়া কিছু নয়। ডাঃ কিসিঙ্গার আসলে গিয়েছিলেন পিকিংয়ে। ইয়াহিয়া-চক্রের মধ্যস্থতায় পিকিংয়ের সঙ্গে গোপন শলা পরামর্শ করতে। এই শলাপরামর্শেরই ফল প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের প্রতি পিকিং সফরের আমন্ত্রণ। বিশ্ববাসী কৌতুকাবিষ্ট হয়েছেন এজন্যেই যে,—মাত্র কিছুদিন আগে মাকিন পিংপং দলকে চীনা প্রধানমন্ত্রী পিকিং সফরের আমন্ত্রণ জানানোর ফলে চীনের

পিংপং ডিপ্লোম্যাসি সম্পর্কে অনেকের মনেই আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। এক্ষণে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের প্রতিনিধি ডাঃ কিসিঙ্গার নিজ দেশের পিংপং খেলোয়াড়দের বদলে নিজেই কূটনীতির পিংপং বলটি ছুড়ে দিয়েছেন প্রকাশ্য আঙিনায়। এই বলের গতি কোন দিকে তা অবশ্য এখনও বোঝা ভার। তাছাড়া প্রেসিডেণ্ট নিক্সনও চীন যাচ্ছেন ১৯৭২ সালের মে মাসের আগে "কোন একটা উপযুক্ত সময়ে।" সুতরাং ওয়াশিংটন ও পিকিংয়ের মধ্যে এই আকস্মিক 'পূর্বরাগের' সঞ্চার হওয়ায় বিশ্ববাসী কৌতুকাবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েও একথা ভাবতে পারেন যে, ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের কিছু আগে 'কোন একটা উপযুক্ত সময়ে' প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের পিকিং সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কোন নির্বাচনী স্টাণ্ট, না সত্যই বিশ্বে শান্তি স্থাপনের আকুল আগ্রহে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপনের বিলম্বিত পরিণতি? যদি বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ও উৎপীড়িত জাতিসমূহের লাঞ্ছনার অবসান ঘটানোর জন্য ওয়াশিংটন ও পিকিংয়ের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের 'হৃদয় পরিবর্তন' ঘটে থাকে, তাহলে দুই বিশ্বশক্তির মধ্যে এই প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠককে আমরা অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। কিন্তু, এই শীর্ষ বৈঠক যদি প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের দলের নির্বাচনী বাজিমাতের জন্য পরিকল্পিত হয়ে থাকে কিংবা এশিয়ায় নয়াচীনের সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থরক্ষা

এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে তার সমন্বয় বিধানের জন্য এই নয়া পিংপং কূটনীতির উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এই বৈঠক দ্বারা বিশ্বশান্তির অনুকূলে ফলপ্রসূ কিছু আশা করা যেমন নিরর্থক, তেমনি বাংলাদেশ ও ভিয়েৎনাম থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার উৎপীড়িত জাতিসমূহের কোন কিছু আশা করাও অবাস্তব। এই বৈঠক ষাট দশকের ক্রুশ্চভ-কেনেডী বৈঠক, কসিগিন-জনসন বৈঠকের মত খবরের কাগজে চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী একটা বড় খবর নিঃসন্দেহে। কিন্তু ষাট দশকের এইসব বৈঠক দ্বারা যে সীমিত সুফল পাওয়া গেছে, প্রস্তাবিত 'ওয়াশিংটন-পিকিং' বৈঠক দ্বারা তাও পাওয়া যাবে কিনা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনে এও একটি বড় প্রশ্ন।

এখানে আরো একটি জিজ্ঞাসা অনেকের মনে বড় হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেণ্ট নিক্সন কি নীতি পরিবর্তন করেছেন, না কৌশল পরিবর্তন করেছেন? নিক্সন এডমিনিস্ট্রেশনের চরিত্রের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের ধারণা, নীতি পরিবর্তনের চাইতেও এখানে কৌশল ও ষ্ট্রাটেজি পরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ক্তরাষ্ট্রের জনমতের আভ্যন্তরীন চাপ এবং ডলার সঙ্কট তথা াকিন অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার জন্য নিক্সন-এড-নিষ্ট্রেশন নয়াচীন সম্পর্কে কৌশল বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। ই কৌশল পরিবর্তন আকস্মিক নয়। মাস তিনেক আগে সিডেণ্ট নিক্সন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে,

এশিয়ায় চীনের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কোন নীতি যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করবেনা। এই ঘোষণার পর চীনা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মার্কিন পিংপং খেলোয়াড়দের নয়াচীনে ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন, ডাঃ কিসিঙ্গারের গোপনে পিকিং সফর এবং সর্বশেষে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের চীন সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ একই ঘটনার বিভিন্ন যোগসূত্র ও সম্ভাব্য পরিণতি মাত্র। সময় ও সুযোগ বুঝে নয়াচীনও ভূমিকা পাল্টেছেন মনে হয়। ভিয়েৎনামে যখন রক্ত ঝরছে, বাংলাদেশে যখন রক্তবন্যা বয়ে চলেছে, প্যারিসে হ্যানয়-ওয়াশিংটন বৈঠক যখন অচলাবস্থার চড়ায় আটকে আছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নয়াচীনের সমঝোতার এই পদক্ষেপ, বিশ্ব-বিপ্লব, না নিজেদের জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদের ফল, অদূর ভবিষ্যতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। চীনের এই জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বের উৎপীড়িত ও দুর্বল জাতিসমূহের শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তার সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় নয়াচীনের বর্তমান চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন অনিবার্য ভাবেই দেখা দিবে।

বিশ্বশান্তি—বিশেষ করে এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা এবং মার্কিন করদাতাদের উপর থেকে সামরিক ব্যয়ভার হ্রাসে অক্ষমতাই ডেমোক্রাট-দলীয় জনসন এডমিনিস্ট্রেশনের জনপ্রিয়তা হ্রাস ও গত প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাট প্রার্থীর

বিপর্যয়ের কারণ। নিক্সন ক্ষমতাসীন হয়ে এই শান্তির নিশ্চয়তা যেমন বাড়াননি, তেমনি মার্কিন অর্থনীতির ক্ষয়রো- করতেও পারেননি। অন্যদিকে তার সরকারের নীতির দরু এশিয়ার আরেকটি ভূখণ্ড কম্বোডিয়ায় যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ফ মার্কিন জনগণ নিক্সন-এডমিনিস্ট্রেশনের উপর চরম বিক্ষুব্ধ অন্যদিকে ডেমোক্রাট দল কম্বোডিয়ায় যুদ্ধসম্প্রসারণ নীতি যেমন বিরোধিতা করছেন, তেমনি ডেমোক্রাট দলীয় সিনে সদস্য এডোয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন সহানুভূতি জানিয়ে বাংলাদেশ সমস্যায় মার্কিন জনগণে মনের কথার যথার্থ প্রতিধ্বনি করেছেন। এদিকে নি সরকার ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে জাহাজ বোঝাই সম পকরণ, পরোক্ষ সাহায্য যোগাতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরা শান্তিকামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে আরো ক্ষোভ করেছেন। এই অবস্থায় আগামী নির্বাচনের আগে একটা কিছু করা দরকার, যাতে এই ক্ষোভ প্রশমিত এবং ভিয়েৎনামে ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন ধনপ্রাণ নাশের বন্ধ হওয়া সম্পর্কে মার্কিন জনগণ আশ্বস্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সঙ্কট নিরসনের জন্য চীনের মত

বাংলাদেশ সমস্যাকে বহির্ভাগ [illegible]
শান্তি স্থাপনের সঙ্গে প্রায় তিন কোটী মানুষের [illegible]
প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু বাংলাদেশ সমস্যার সঙ্গে সাড়ে সাত কো[illegible]
মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এই প্রশ্নকে এড়ি[illegible]
গোটা এশিয়ায় শান্তির নিশ্চয়তা বিধান বা শক্তির ভারস[illegible]
স্থাপনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারেনা। বাঙলাদে[illegible]
মানুষ আজ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণে বাধ্য হয়ে[illegible]
এখন তারা কেবল এক বা একাধিক বৃহৎ শক্তির [illegible]
বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়। নিজেদের [illegible]
নিজেরাই নির্ধারণে তারা বদ্ধপরিকর। তাদের এই [illegible]
নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে ওয়াশিংটন ও পিকিং যদি স[illegible]
সহযোগিতার পন্থা নির্দেশ করেন, তাহলে তারা এশিয়[illegible]
অর্থে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে কাজ [illegible]
অন্যথায় ইয়াহিয়া-সরকারের মত চরম বর্বর ফ্যাসি[illegible]
মধ্যস্থতায় দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত কেন্দ্রের বৃহৎ র[illegible]
যে মিতালির গাঁটছড়া বাধার উদ্যোগ চলছে, [illegible]
বাধার ফল সম্পর্কে শুধু বাঙলাদেশ কেন, [illegible]
উৎপীড়িত ও শোষিত জাতিরই আশান্বিত [illegible]
থাকবেনা।

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

॥ সোনার বাংলা ॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে ;

মরি হায়, হায় রে—
ওমা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে,
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো

মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন
কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।'

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

●

'জেনারেল ইয়াহিয়ার ঔদ্ধত্যের জবাব
রণক্ষেত্রেই দেওয়া হবে।'

—অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম

●

'লাখো মানুষের লাশের তলায়,
পাকিস্তান নামে দেশটার কবর হয়ে গেছে।'

—প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদ

সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার
চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়
জাদুঘর
স্বং নং......

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
৪০৫